আমি কিভাবে ওজু করবো?

প্রকৃত ইসলামের এই মহা নিদর্শন ওজুর পদ্ধতি সচিত্র ব্যাখ্যার সাথে সাথে তার কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপন করা হলো।

আমি কিভাবে ওজু করবো?

প্রকৃত ইসলামের এই মহা নিদর্শন ওজুর পদ্ধতি
সচিত্র ব্যাখ্যার সাথে সাথে তার কতকগুলি
শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপন করা হলো।

مركز أصول
OsoulCenter

ⓗ **جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة ، ١٤٤٦ هـ**

مركز أصول

كيف أتوضأ : شرح مصور لكيفية الوضوء مع وقفات مع هذه الشعيرة العظيمة باللغة البنغالية. / مركز أصول - ط ١. .- الرياض ، ١٤٤٦ هـ

٤٨ ص ؛ ١٤.٨ x ٢١ سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١٩١٥٦

ردمك: ٨-٩٧-٨٤٣٨-٦٠٣-٩٧٨

Osoul Center
www.osoulcenter.com

- সেন্টার এই প্রকাশনাটি প্রস্তুত করেছে এবং তার ডিজাইন করেছে।
- সেন্টার যে কোনো উপায়ে এই সংস্করণটি মুদ্রিত করার এবং প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করছে, তবে শর্ত হলো এই যে, উৎস উল্লেখ করতে হবে এবং পাঠ্য বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করা চলবে না।
- অনুমোদিত মুদ্রণের ক্ষেত্রে, ওসূল সেন্টারের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সব জগতের সত্য প্রভু প্রকৃত উপাস্য মহান আল্লাহর জন্য এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সকল সাহাবীগণ বা সহচারীগণের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শান্তি অবতীর্ণ হোক।

প্রকৃত ইসলাম পবিত্রতার ধর্ম। সুতরাং সকল প্রকারের ময়লা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য। তাই এই পবিত্রতা বিরাজ করে শরীরে, পোশাকে এবং স্থানে। আর আত্মাকেও পাপ, খারাপ আচরণ এবং অপবিত্র ইচ্ছা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে পবিত্র রাখা জরুরি।

প্রকৃত উপাস্য মহান আল্লাহ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি অনেক ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এরই মধ্যে রয়েছে নামাজ। আর এই নামাজ হলো প্রকৃত ইসলামের একটি স্তম্ভ। এবং নামাজ হলো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর মধ্যে এবং মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে সুসম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যম। নামাজের মহত্ত্বের মধ্যে এই বিষয়গুলি রয়েছে যে, মহান আল্লাহ নামাজের ভূমিকাস্বরূপ কতকগুলি কাজের বিধান প্রদান করেছেন, যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: আজান দেওয়া, ভালো পোশাক পরিধান করা, পবিত্রতা অর্জন করা, ওজু করা এবং গোসল করা বা তায়াম্মুম করা।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [سورة المائدة: الآية ٦].

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে, তখন তোমাদের পবিত্রতা না থাকলে নামাজ পড়ার পূর্বে ওজু করার জন্য তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং হাতগুলিকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে আর মাথা মাসাহ করবে এবং পায়ের পাতা গোড়ালির উপরে অবস্থিত পায়ের গিঁট পর্যন্ত ধৌত করবে। আর তোমরা যদি জুনুবি আবস্থায় উপনীত হয়ে থাকো, তাহলে গোসল করে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। কিন্তু যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাকো কিংবা সফরের অবস্থায় থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি শৌচালয় হতে মল ত্যাগ করে ফিরে আসে কিংবা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌনমিলন করে থাকো, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করবে, আর তাতে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ করবে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোনো প্রকারের জটিলতা বা সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিয়ে তোমরাকে কষ্ট দিতে চান না। বরং তিনি তোমাদেরকে সব দিক দিয়ে পবিত্র করতে চান। আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণরূপে প্রদান করতে চান; যাতে তোমরা সঠিক পন্থায় তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো"। (সূরা আল মায়দো, আয়াত নং ৬)।

আর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:

«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه البخاري ومسلم

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে থেকে যখন কোনো ব্যক্তির ওজু নষ্ট হয়ে যাবে, তখন তার পুনরায় ওজু না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ তার নামাজ কবুল করবেন না"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৫৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২ - (২২৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এবং ওজুর অনেক মর্যাদা রয়েছে; যেহেতু ওজু হলো ইমানের অর্ধাংশ। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ ছোটো ছোটো পাপ মাফ করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর ওজু হলো জান্নাতে যাওয়ার পথ এবং কিয়ামতের দিন মুসলিম ব্যক্তির জন্য একটি জ্যোতি হবে। আর এই ওজুর মাধ্যমে শয়তানের গিঁট খুলে দেওয়া হয়। এবং কিয়ামতের দিনে ওজু হলো মুসলিম জাতির একটি নিদর্শন। যেহেতু তারা কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সেই অবস্থায় তাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পা ওজুর প্রভাবে হবে আলোকিত, উজ্জ্বলিত ও চমকদার।

আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ». رواه مسلم.

অর্থ: "যখন মুসলিম ব্যক্তি বা মুমিন ব্যক্তি ওজু করতে শুরু করে এবং তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা থেকে তার চোখ দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ বের হয়ে যায়। তার পর যখন সে তার দুই হাত ধৌত করে, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার দুই হাত দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ বের হয়ে যায়। এরপর যখন সে তার দুই পা ধৌত করে, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার পা দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ বের হয়ে যায়, এর কারণে সে সমস্ত ছোটো পাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 32- (244)] ।

আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিনি আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে এই কথা বলতে শুনেছেন। আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ». رواه البخاري ومسلم

অর্থ: "কিয়ামতের দিন ওজুর প্রভাবের কারণে আমার মুসলিম জাতি উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সেই অবস্থায় তাদের ওজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হবে আলোকিত বা উজ্জ্বলিত ও চমকদার"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫ - (২৪৬) এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৬, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	প্রকৃত ইসলাম ধর্মে পবিত্রতা	11
2	নামাজের জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতা	13
3	নারীর কতকগুলি বিশেষ বিধিবিধান	17
4	মলমূত্র ত্যাগের আদবকায়দা	19
5	আমি ওজু কিভাবে করবো?	23
6	কিভাবে আমরা জানাবাত এর ফরজ গোসল করবো?	34
7	পবিত্রতা অর্জনের বিশেষ অবস্থা	35
8	কতকগুলি মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন	40

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে পবিত্রতা

পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই পবিত্রতা কেবলমাত্র পানি দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করার মধ্যেই সীমিত নয়। বরং এই পবিত্রতার অর্থ হলো অপরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। আর এই বিশুদ্ধতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাহ্যিক হোক অথবা আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক হোক।

আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক পবিত্রতা হলো: আত্মা বা অন্তরকে মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা হতে এবং অশুদ্ধ ধারণা বা বাতিল ধারণা হতে আর কুসংস্কার হতে পবিত্রতা রাখা। সেই রূপ খারাপ আচরণ ও অসচ্চরিত্র হতে অন্তরকে পবিত্র রাখা। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: হিংসা করা, বিদ্বেষ করা, মুসলিম সমাজের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা, ঘৃণা করা, কৃপণতা করা এবং বিশ্বাসঘাতকতা করা ইত্যাদি।

বাহ্যিক পবিত্রতা হলো: নোংরা বা অপবিত্র জিনিস থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। অথবা ওই সমস্ত অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা, যে সমস্ত অবস্থা কতকগুলি ইবাদত বা উপাসনা হতে বাধা দেয়। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: নামাজ। এবং এই বাধা দেওয়ার বিষয়টিকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মে "হাদাস" বা অপবিত্রতা বলা হয়। আর এই "হাদাস" দূরীভূত হয় ওজু করার মাধ্যমে। তবে বড়ো "হাদাস" থাকলে তা গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে দূরীভূত করা হয়।

নামাজের জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতা

নামাজ হলো মানুষ ও তার প্রভুর মধ্যে একটি সংলাপ। তাই একজন মুসলিম ব্যক্তি যখন তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তখন যেন সে সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিনয়-নম্র হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলিম ব্যক্তি যখন নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে, তখন তার প্রতি মহান আল্লাহর এই অপরিহার্য বিষয়টি পালন করতে হবে। আর তা হলো এই যে, মুসলিম ব্যক্তি সমস্ত প্রকারের নোংরা বা অপবিত্র জিনিস থেকে এবং সকল প্রকারের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। সুতরাং সে নামাজ পড়ার জন্য তার শরীর, পোশাক এবং স্থান পবিত্র করবে।

যে সমস্ত জিনিস থেকে মুসল্লি বা নামাজী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করবে, সে সমস্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে:

নামাজ পড়ার পূর্বে মুসল্লি বা নামাজী ব্যক্তির প্রতি সকল প্রকারের বড়ো ও ছোটো অপবিত্রতা হতে এবং সমস্ত প্রকারের নোংরা বা অপবিত্র জিনিস হতে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য নিম্নের বিবরণ মোতাবেক:

হাদাস বা অপবিত্রতা হলো: শরীরের এমন একটি আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক অবস্থা যে, সেই অবস্থার কারণে নামাজ পড়া না জায়েজ হয়ে যায়। আর এই অবস্থাটি দুই ভাগে বিভক্ত:

১ ছোটো "হাদাস" বা ছোটো অপবিত্রতা: এই অপবিত্রতা সংঘটিত হয় মলমূত্র ত্যাগের কারণে অথবা বাতকর্মের কারণে এবং ঘুমের কারণে। আর এই অপবিত্রতা ওজুর দ্বারা দূরীভূত হয়।

২ বড়ো "হাদাস" বা বড়ো অপবিত্রতা: একে জানাবাত বলা হয়। এই অপবিত্রতা সংঘটিত হয় স্বামী স্ত্রীর যৌনমিলনের কারণে। অথবা যে কোনো পন্থায় পুরুষের বা মহিলার যৌন উত্তেজনার সহিত বীর্যপাত হওয়ার কারণে। আর এই অপবিত্রতা গোসলের দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করার মাধ্যমে দূরীভূত হয়।

সকল প্রকারের অপবিত্র জিনিস: এটি হলো আসলে নোংরা বা নাপাক জিনিস। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: মলমূত্র এবং প্রবাহিত রক্ত। আর এই অপবিত্র ও নোংরা বা নাপাক জিনিস পানি দিয়ে ধৌত করার মাধ্যমে দূরীভূত হয়।

যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: মূত্র নির্গত হওয়া হলো ছোটো “হাদাস” বা ছোটো অপবিত্রতা। কিন্তু মূত্র হলো অপবিত্র ও নোংরা বা নাপাক জিনিস।

আর নামাজ পড়ার পূর্বে মুসল্লি বা নামাজী ব্যক্তির প্রতি সকল প্রকারের বড়ো ও ছোটো অপবিত্রতা হতে এবং সমস্ত প্রকারের নোংরা বা অপবিত্র জিনিস হতে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

- মুসল্লি বা নামাজী ব্যক্তি যদি ছোটো “হাদাস” বা ছোটো অপবিত্রতায় নিমজ্জিত হয়, তাহলে তাকে ওজু করতে হবে।
- মুসল্লি বা নামাজী ব্যক্তি যদি বড়ো “হাদাস” বা বড়ো অপবিত্রতায় নিমজ্জিত হয়, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে।

তদ্রূপ মুসল্লি বা নামাজী ব্যক্তির প্রতি বাহ্যিক তিনটি জিনিসকে অপবিত্রতা ও নোংরা বা নাপাক বস্তু হতে পবিত্র রাখা অপরিহার্য।

মুসলিম নারীর কতকগুলি বিষেশ বিধিবিধান

পবিত্রতার দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ব্যবধান বা তফাত নেই। তবে মহান আল্লাহ নারীকে এই ক্ষেত্রে কতকগুলি আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। আর সেই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে: মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া, গর্ভবতী হওয়া বা গর্ভধারণ করা এবং সন্তান প্রসব করা। আর এই বিষয়গুলি হলো মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার নিদর্শন। যাতে এই পৃথিবীতে মানব জাতি টিকে থাকতে পারে এবং পৃথিবীকে আবাদ ও পরিচালিত করার কাজে তৎপর থাকতে পারে। সুতরাং মহান আল্লাহর বিধিবিধান নারীর শারীরিক গঠন ও মানসিক আবস্থার প্রতি বিচার-বিবেচনা করে তার মাসিক ঋতুস্রাবের অবস্থায় এবং তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর স্বাভাবিক রক্তস্রাবের সময়ে তার প্রতি নামাজ ফরজ হওয়া বা অপরিহার্য হওয়া মৌকুফ বা স্থগিত করা হয়েছে। (নারীর সন্তান প্রসবের পর তার জরায়ু বা জননাঙ্গ থেকে যে রক্তস্রাব হয়, সেই রক্তস্রাবকে নিফাস বলা হয়।) উল্লিখিত দুই অবস্থায় নারীর প্রতি পবিত্রতা অর্জন করা এবং নামাজ পড়া মৌকুফ বা স্থগিত করা হয়েছে। তাই তার ঋতুস্রাব বা প্রসব পরবর্তী সময়ে রক্তস্রাব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে। তবে মলমূত্র ত্যাগান্তে ইস্তিজমার করতে হবে। আর ইস্তিজমার হলো: মলমূত্র ত্যাগান্তে গুহ্যদ্বার বা মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার পাথর বা ঢিল কিংবা টিস্যু পেপার ইত্যাদি দিয়ে পরিষ্কার ও পবিত্র করা।

যখন কোনো মহিলা তার চুল বেঁধে বেণি তৈরি করে রাখবে, তখন তার ফরজ গোসলের জন্য অথবা তার ঋতুস্রাব বা প্রসব পরবর্তী সময়ে রক্তস্রাব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে গোসল করার জন্য তার চুলের বেণি খোলা অপরিহার্য নয়, যদি তার ফরজ গোসলের সময়ে পানি তার মাথায় এবং তার সমস্ত চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়।

মলমূত্র ত্যাগের আদবকায়দা

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জীবনের সমস্ত দিক ও শাখাপ্রশাখাকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খলিত করেছে। যাতে তার জীবন পদ্ধতি জীব জন্তুর জীবন পদ্ধতির ঊর্ধ্বে ভিন্নভাবে অতি উত্তম পন্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি যারা প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না, তাদের মনে ওই সমস্ত বিধিবিধানের বিষয় ফুটেও উঠে না, যে সমস্ত বিধিবিধানের শিক্ষা দিয়েছে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মলমূত্র ত্যাগের বিধিবিধান। অথচ সকল জাতির মানব সমাজের প্রয়োজন হয় মলমূত্র ত্যাগ করার।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে মলমূত্র ত্যাগের আদবকায়দা:

- যে ব্যক্তি শৌচাগারে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবে, সে ব্যক্তির জন্য আগে বাম পা শৌচাগারে রাখা উচিত হবে। তারপর শৌচাগারে প্রবেশ করার পূর্বে পাঠ করবে নিম্নের দোয়াটি:

" اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পুরুষ জাতীয় শয়তান জিন এবং স্ত্রী জাতীয় শয়তান জিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।

- শৌচাগার থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করতে হবে এবং নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে:

"غُفْرَانَكَ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি"।

- মলমূত্র ত্যাগ করার সময় প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য কিবলার দিকে মুখ করা অথবা কিবলাকে পিছনে রেখে বসা উচিত নয়। আর মাঠে, ময়দানে বা মরুভূমিতে পেচ্ছাব-পায়খানা করার সময় কিবলার দিকে মুখ না করে বসা বা কিবলাকে পিছনে রেখে না বসা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

- প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য মলমূত্র ত্যাগের সময় বাসস্থান বা বাড়ির ভিতরে হোক অথবা বাইরে হোক মানুষের দৃষ্টি বা নজর থেকে তার লজ্জাস্থান আচ্ছাদিত বা আবৃত করা অপরিহার্য।

- মুসলিম ব্যক্তির জন্য সেই জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করা হারাম বা অবৈধ, যে জায়গায় মানুষের চলাচলের রাস্তা আছে, বা যে জায়গায় মানুষের বসার স্থান রয়েছে, বা যে জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করলে মানুষের ক্ষতি বা কষ্ট হবে।

- বদ্ধ জলাশয়ে মলমূত্র ত্যাগ করা অবৈধ।

- কোনো খালে বা গর্তে মলমূত্র ত্যাগ করা অবৈধ।

- মলমূত্র ত্যাগ করার সময় মুসলিম ব্যক্তির জন্য সতর্ক থাকা ওয়জিব বা অপরিহার্য। যাতে তার জামাকাপড়ে বা শরীরে পেচ্ছাবের বা অপবিত্র বস্তুর কোনো ছিটেফোঁটা না লেগে যায়।

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে মলমূত্র ত্যাগ করার পর ইস্তিনজা বা পরিত্রতা লাভ করতে হবে বাম হাত দ্বারা। আর ইস্তিনজা হলো মলমূত্র ত্যাগান্তে গুহ্যদ্বার বা মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার পানি দ্বারা পবিত্র করা। আর ইস্তিজমার হলো: মলমূত্র ত্যাগান্তে গুহ্যদ্বার বা মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার পাথর বা ঢিল কিংবা টিস্যু পেপার ইত্যাদি দিয়ে পরিষ্কার ও পবিত্র করা।

মলমূত্র ত্যাগ করার পর ইস্তিনজা বা পানি দ্বারা পরিত্রতা অর্জন করা বৈধ রয়েছে। এবং ইস্তিজমার বা পাথর, ঢিল কিংবা টিস্যু পেপার ইত্যাদি দিয়েও পরিষ্কার ও পবিত্র করা জায়েজ। সেইরূপ ইস্তিজমার ও ইস্তিনজা এই দুই নিয়মটিও এক সঙ্গে প্রয়োগ করা জায়েজ। আর এই বিষয়টি হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি উদারতা।

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মুসলিম ব্যক্তিকে তার জীবনে পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হওয়ার শিক্ষা প্রদান করে। আর এরই মধ্যে রয়েছে: সে যেন মলমূত্র ত্যাগ করার পর তার হাত পানি দ্বারা এবং জীবাণুনাশক পদার্থ দ্বারা ধৌত ও পরিষ্কৃত করে।

ওজু কিভাবে করবো?

সচিত্রে ওজু করার বাস্তবিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা

মুসলিম ব্যক্তির জন্য ওজু করার আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা জরুরি:

- সংকল্প বা নিয়ত ব্যতীত ওজু হয় না এবং একনিষ্ঠতা ব্যতীত কোন সংকল্প বা নিয়ত হয় না আর নিয়তের স্থান হলো হৃদয়, জিহ্বা নয়।

- ওজু করার সময় ওজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌত করা জরুরি। এবং অবিচ্ছিন্নভাবেও ওজু করা অপরিহার্য। এর অর্থ হলো এই যে, ওজুর একটি অঙ্গকে অন্য অঙ্গের উপরে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না এবং একটি অঙ্গকে ধৌত করার পর দ্বিতীয় অঙ্গকে ধৌত করার ক্ষেত্রে দেরি করাও চলবে না।

ওজু করার শিক্ষণীয় পূর্ণ পদ্ধতি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন।

১ **নিয়ত করা:** আমাদের জন্য ওজু করার ইচ্ছা বা সংকল্প করা অপরিহার্য। (অর্থাৎ আমরা আমাদের মনের মধ্যে বা অন্তরে ওজু করার ইচ্ছা করবো, তবে এই ইচ্ছা বা নিয়তের উচ্চারণ আমরা মৌখিকভাবে করবো না)। অতএব আমরা অপবিত্রতা দূরীভূত করার জন্য ওজু করার সংকল্প বা নিয়ত করবো। যেহেতু দৃঢ় সংকল্প বা খাঁটি নিয়ত ছাড়া ওজু সঠিক হবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি ইবাদতের সংকল্প বা নিয়ত ছাড়াই তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করে। এই ক্ষেত্রে তার কোনো ইবাদত হবে না। তাই আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা বজায় রাখা অপরিহার্য।

২ **বিসমির্রাহ বলা:** ওজু শুরু করার পূর্বে প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে ওজু শুরু করাই হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা। সুতরাং আমরা ওজু শুরু করবো বিসমিল্লাহ বলে। অতঃপর সম্ভব হলে মুখ পরিষ্কার করার জন্য মিসওয়াক বা দাঁতন ব্যবহার করবো।

৩

দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা: আমরা দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করবো। তবে আমরা আঙ্গুলের ডগা থেকে কব্জি পর্যন্ত অর্থাৎ হাতের তালুর অস্থিসন্ধি পর্যন্ত।

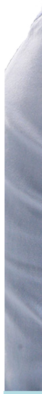

৪

কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ও নাকের পানি ঝেড়ে ফেলা:

ক। কুলি করা বা কুলকুচা করা হলো: মুখের ভিতরে পানি দিয়ে মুখের চারি দিকে সঞ্চালন করা বা নড়াচড়া করার পর তা বাইরে ফেলে দেওয়া।

খ। নাকে পানি দেওয়া হলো: নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ডান হাত দ্বারা নাকে পানি শোষণ করা বা টানা।

গ। নাক থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা হলো: নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বাম হাত দ্বারা নাক থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা।

ঘ। রোজা রাখার অবস্থা ব্যতীত অন্য অবস্থায় গভীরভাবে কুলি করা এবং গভীরভাবে নাকের ভিতরে পানি শোষণ করা বা টানা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা।

ঙ। আর কুলি করা এবং নাকের ভিতরে পানি শোষণ করা বা টানার দুইটি পদ্ধতি রয়েছে:

- মিলিতভাবে বা যুক্তভাবে: আর তা হলো এই যে, এক আঁজলা পানি নিয়ে, সেই পানির অর্ধেক দিয়ে আমরা কুলি করবো এবং বাকি অর্ধেক নাকের ভিতরে শোষণ করে নাক ধৌত করবো। আর এইরূপ আমরা তিনবার করবো তিন আঁজলা পানি দিয়ে।

- পৃথকভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে: আর তা হলো এই যে, আমরা কুলি করার জন্য এক আঁজলা পানি নিবো স্বতন্ত্রভাবে এবং আলাদাভাবে এবং আরো এক আঁজলা পানি নিয়ে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সেই পানি নাকের ভিতরে শোষণ করে নাক ধৌত করবো। আর এই রকম পদ্ধতি আমরা তিনবার অবলম্বন করবো।

৫ **মুখমণ্ডল ধৌত করা:** আর মুখমণ্ডলের সীমা দৈর্ঘের দিক দিয়ে হলো সাধারণত মাথার চুল গজানোর জায়গা থেকে নিয়ে থুতনির শেষ পর্যন্ত এবং প্রস্থের দিক দিয়ে এক কান থেকে নিয়ে অন্য কান পর্যন্ত।

এর সাথে সাথে মুখমণ্ডলের সমস্ত চুল ধৌত করা অপরিহার্য। যেমন:- হালকা দাড়ির চুল, গোঁফ, দুই ভ্রু, দুই চোখের পাপড়ি এবং নীচের ঠোঁটের নিম্নে গজানো চুল।

৬

দুই হাত ধৌত করা: সুতরাং প্রথমে আমরা ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলের ডগা হতে ধৌত করতে শুরু করবো। এবং আমরা আমাদের হাতের আঙ্গুলগুলি দ্বারা আঙ্গুলগুলির মধ্যে খিলাল করবো। তারপরে আমরা কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করবো। আমরা আমাদের বাম হাতের ক্ষেত্রেও এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করবো।

৭ **মাথা মাসাহ করা:** আমরা নতুন পানি দ্বারা দুই হাত ভিজিয়ে নিবো এবং পানি দ্বারা দুই হাত ভিজিয়ে নিয়ে মাথার সামনের দিকে দুই হাত রাখবো আর সেখান থেকে শুরু করে মাথার পেছন দিকে ঘাড় পর্যন্ত দুই হাত নিয়ে যাবো। তারপর যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেই স্থানে আবার দুই হাত ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। আর যে ব্যক্তির মাথায় কেশ আছে, সে ব্যক্তির মধ্যে এবং যে ব্যক্তি টাকযুক্ত সে ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৮ **দুই কান মাসাহ করা:** আমরা মাথা মাসাহ করার পর দুই কান মাসাহ করবো। তবে আমরা মাথা মাসাহ করার পর দুই কান মাসাহ করার জন্য আলাদাভাবে নতুন পানি গ্রহণ করবো না। বরং যে পানি মাথা মাসাহ করার পর হাতে অবশিষ্ট লেগে থাকবে সেই পানি দ্বারা দুই কান মাসাহ করবো। আর দুই কান মাসাহ করার নিয়ম হলো এই যে, আমরা দুই হাতের তর্জনী আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রতে প্রবেশ করিয়ে দুই কান মাসাহ করবো এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি বা বুড়া আঙুল দিয়ে দুই কানের পিঠ মাসাহ করবো। এইভাবে আমরা দুই কানের ভিতর ও বাহির মাসাহ করবো।

আর মাথা মাসাহসহ দুই কানের মাসাহ হবে মাত্র একবার।

৯ **দুই পা ধৌত করা:** প্রথমে আমরা ডান পা ধৌত করতে শুরু করবো। অতএব আমরা আমাদের ডান পায়ের সমস্ত আঙ্গুলের ডগা হতে গোড়ালির উপরে অবস্থিত পায়ের গিঁট পর্যন্ত ধৌত করবো। (পায়ের গিঁট হলো গোড়ালির উপরে দুই পায়ের দুই পাশে দুইটি প্রসারিত হাড় রয়েছে এবং সেখানে পায়ের সন্ধি রয়েছে)। পা ধৌত করার সময়ে আমরা আমাদের পায়ের আঙ্গুলগুলির মধ্যে খিলাল করবো। আর পায়ের গোড়ালি বা পাদমূলের পশ্চাৎ অংশ এবং পায়ের পাতার উপরের অংশ আমরা সযত্নে ধৌত ভালোভাবে করবো। অতঃপর আমরা বাম পা ধৌত করতে শুরু করবো। অতএব আমরা আমাদের ডান পা যে পদ্ধতিতে ধৌত করেছি, সেই পদ্ধতিতে বাম পা ধৌত করবো।

১০ জিকির ও দোয়া: প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি ওজু করার শেষে এই দোয়াটি পাঠ করবে:

"أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর অতি প্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ রাসূল"।

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি ওজু করার শেষে এই দোয়াটিও পাঠ করতে পারবে:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! যারা পুনরায় পাপ কাজ না করার সংকল্প করে এবং পবিত্র থাকার সংকল্প করে, আপনি আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন"।

অথবা এই দোয়াটি পাঠ করতে পারা যায়:

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি এবং আমার এই পবিত্রতা ঘোষণা হলো আপনার প্রশংসার সহিত। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই পানে তওবা করে অনুতপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছি"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়:

১ মাথা ও দুই কানসহ কেবলমাত্র একবার করেই মাসাহ করতে হবে। তবে ওজুর অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা পরিপূর্ণ সুন্নাত অথবা দুইবার করেও ধৌত করা চলবে। তবে কমপক্ষে একবার করে ধৌত করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

২ ওজু করার সময় ওজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌত করতে হবে; তাই ওজুর একটি অঙ্গকে অন্য অঙ্গের উপরে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না ।

৩ ওজু করার সময় ওজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে ধৌত করা জরুরি। সুতরাং একটি অঙ্গকে ধৌত করার পর দ্বিতীয় অঙ্গকে ধৌত করার ক্ষেত্রে দেরি করাও চলবে না।

ফরজ গোসল কিভাবে করবো?

ফরজ গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য দুইটি পদ্ধতি নির্ধারিত রয়েছে: একটি পদ্ধতি হলো গোসলের ওয়াজিব বা অপরিহার্য পদ্ধতি। অন্যটি হলো গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি। তবে গোসলের ওয়াজিব বা অপরিহার্য পদ্ধতি নিম্নের বিবরণ মোতাবেক:

১ সর্ব প্রথমে আমরা হৃদয়ে বড়ো "হাদাস" বা বড়ো অপবিত্রতা হতে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করার সংকল্প বা নিয়ত করবো।

২ সারা শরীর পবিত্র পানি দিয়ে ধৌত করবো এবং এর সাথে সাথে কুলি করবো এবং নাকে পানি দিবো।

সম্পূর্ণরূপে ফরজ গোসল: এই গোসলে ওয়াজিব বা অপরিহার্য বিষয়গুলি এবং মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় বিষয়গুলি একত্রিত করে গোসল করতে হয় নিম্নরূপে:

১ আমরা দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবো।

২ লজ্জাস্থান পবিত্র পানি দিয়ে বাম হাত দ্বারা ধৌত করবে।

৩ নামাজের জন্য ওজু করার মতো সম্পূর্ণরূপে আমরা ওজু করবো। তবে এই ওজুর ক্ষেত্রে ওজু করার সময়ে দুই পা ধৌত না করে গোসলের শেষেও আমরা দুই পা ধৌত করতে পারবো।

৪ আমরা আমাদের মাথা তিনবার ধৌত করবো।

৫ যখন কোনো মহিলা তার চুল বেঁধে বেণি তৈরি করে রাখবে, তখন তার ফরজ গোসলের জন্য অথবা তার ঋতুস্রাব বা প্রসব পরবর্তী সময়ে রক্তস্রাব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে গোসল করার জন্য তার চুলের বেণি খোলা অপরিহার্য নয়, যদি তার ফরজ গোসলের সময়ে পানি তার মাথায় এবং তার সমস্ত চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়।

৬ আমরা আমাদের শরীরের ডান দিক সম্পূর্ণরূপে ধৌত করবো।

৭ তারপর আমরা আমাদের শরীরের বাম দিক সম্পূর্ণরূপে ধৌত করবো।

পবিত্রতা অর্জনের বিশেষ অবস্থা:

তায়াম্মুম করা

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সহজতা ও উদারতার মধ্যে এই বিষয়টি রয়েছে যে, এই পবিত্র ধর্ম পানির বিকল্প রেখেছে সেই মুসলিম ব্যক্তির জন্য, যে মুসলিম ব্যক্তি ওজু বা গোসল করার জন্য পানি পায় না। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনো মুসলিম ব্যক্তি ভ্রমণের অবস্থায় রয়েছে এবং তার কাছে পান করার জন্য কেবলমাত্র অল্প পানি আছে আর সে পানি ক্রয় করতে পারছে না। যেহেতু সেখানে পানি বিক্রয়কারী নেই অথবা পানির মূল্য অনেক বেশি কিংবা সে অসুস্থ থাকার কারণে পানি ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখছে না এবং তাকে ওজু করানোর জন্য কোনো সাহায্যকারীও নেই কিংবা এমন তীব্র শীত রয়েছে যে, সেই শীতে সে পানি ব্যবহার করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথবা তার এই ধরণের অন্য কোনো কারণ রয়েছে। অতএব সে এই সমস্ত অবস্থায় প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক পবিত্রতা অর্জনের জন্য পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

আমরা তায়াম্মুম কিভাবে করবো?

আমরা আমাদের হৃদয়ে তায়াম্মুম করার সংকল্প বা নিয়ত করবো। অতঃপর দুই হাত মাটিতে মাত্র একবার মারবো। তারপরে দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করবো এবং দুই হাতের তালু দ্বারা দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবো।

সকল প্রকারের বড়ো ও ছোটো “হাদাস” বা অপবিত্রতা দূরীভূত করার জন্য তায়াম্মুমের পদ্ধতি মাত্র একটি। আর তায়াম্মুমের পরে আমরা ওই সমস্ত ইবাদত বা উপাসনা করতে পারবো, যে সমস্ত ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা নির্ধারিত শর্ত রয়েছে। আর তায়াম্মুমের পরে আমরা যখন পানি পেয়ে যাবো অথবা পানি ব্যবহারের জন্য আমাদের মধ্যে সক্ষমতা আসবে, তখন আমাদের তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমাদের প্রতি পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

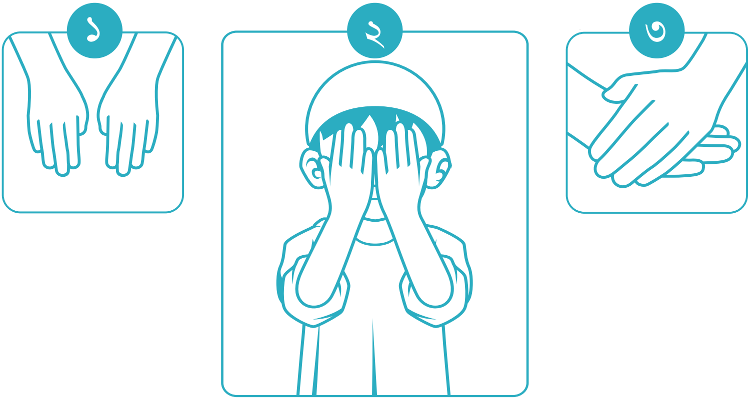

চামড়ার বা কাপড়ের মোজার উপর মাসাহ করা:

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি যখন নিজের পায়ে চামড়ার বা কাপড়ের মোজা বা জুতা পরিধান করবে, তখন তার মোজা বা জুতা তার প্রতি খুলে দেওয়া অপরিহার্য হবে না, বরং সে তার দুই পা ধৌত করার পরিবর্তে পানি দিয়ে তার ভিজা হাত দ্বারা তার পায়ে পরিধানকৃত চামড়ার বা কাপড়ের মোজা বা জুতার উপরের অংশে মাসাহ করতে পারবে। তবে এর শর্ত হলো এই যে, সে যেন তার উক্ত পরিধানকৃত চামড়ার বা কাপড়ের মোজা বা জুতা সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে ওজু করার পরে পরিধান করবে যে, সেই ওজু করার সময়ে সে তার দুই পা ধৌত করেছে। যদি তা না করে থাকে, তাহলে সে তার পরিধানকৃত চামড়ার বা কাপড়ের মোজা বা জুতা সম্পূর্ণরূপে খুলে দিবে এবং দুই পা ধৌত করবে।

মুকিম বা নিজ এলাকায় ও নিজ বাসস্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য তার মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েজ হলো এক দিন ও এক রাত (24 ঘন্টা) পর্যন্ত।

তবে মুসাফির বা ভ্রমণকারী ব্যক্তির জন্য তার মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েজ হলো তিন দিন এবং তিন রাত (72 ঘন্টা) পর্যন্ত।

মুকিম বা নিজ এলাকায় ও নিজ বাসস্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তি:
সে তার মোজার উপরে মাসাহ করতে পারবে এক দিন ও এক রাত পর্যন্ত।

মুসাফির বা ভ্রমণকারী ব্যক্তি:
সে তার মোজার উপরে মাসাহ করতে পারবে তিন দিন এবং তিন রাত পর্যন্ত।

পটি বা ব্যাণ্ডেজের উপর মাসাহ করা:

পটি বা ব্যাণ্ডেজ হলো এমন একটি বস্তু যা ভাঙ্গা মচকা অঙ্গের উপরে বা জখমের উপরে ব্যবহার করা হয়। আর পটি বা ব্যাণ্ডেজ যখন ওজু করার কোনো একটি অঙ্গে হবে, তখন ওজু করার সময়ে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক পানি দিয়ে ভিজা হাত দ্বারা উক্ত অঙ্গের উপরে মাসাহ করতে হবে। এই নিয়মে পটি বা ব্যাণ্ডেজের উপরে প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাসাহ করা জায়েজ হবে। আর এতে এই শর্ত নেই যে, পটি বা ব্যাণ্ডেজ সম্পূর্ণরূপে ওজু করার পরেই বাঁধতে হবে।

ওজুর অঙ্গের কোনো অংশ যখন প্রকাশিত হবে এবং সেই অংশটি ধৌত করলে সেই অংশের কোনো ক্ষতি হবে না, তখন সেই অংশটি ধৌত করতে হবে। এর পর বাকি যে অংশটির উপরে পটি বা ব্যাণ্ডেজ থাকবে, সেই অংশটির উপরে মাসাহ করতে হবে।

উপসংহার:

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে ওজুর আয়াতের শেষে বলেছেন:

﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ [المائـدة:٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোনো প্রকারের জটিলতা বা সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে সব দিক দিয়ে পবিত্র করতে চান। আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণরূপে প্রদান করতে চান, যাতে তোমরা সঠিক পন্থায় তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো"। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)।

সারমর্ম: নামাজ পড়ার জন্য মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি ওজু, ফরজ গোসল এবং প্রয়োজনে তায়াম্মুম করা অপরিহার্য বা ফরজ করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে কষ্টে বা সংকটে ও সংকীর্ণতায় নিক্ষিপ্ত বা নিমজ্জিত করতে চান না। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ﴾

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোনো প্রকারের জটিলতা বা সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না"।

(সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)।

কিন্তু তিনি এই সমস্ত উপদেশের মাধ্যমে তোমাদের জীবনকে বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে চান এবং সমস্ত পাপ ও কুৎসিত কাজ থেকে পরিশুদ্ধ করতে চান। তাই আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ﴾

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণরূপে প্রদান করতে চান"। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)।

এর মর্মার্থ হলো এই যে, হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর সরল সহজ বিধিবিধান নির্ধারিত করার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে মহৎ চরিত্রের বিষয় শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে আর তোমাদের উপরে তাঁর বড়ো দায়িত্ব অর্পনের মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহ ও কল্যাণ প্রদান করেছেন। যাতে তোমরা সঠিক পন্থায় তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণ এবং সরল সহজ বিধিবিধানের কারণে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। কেননা তোমরা যখন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তখন তিনি তোমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে সকল বিষয়ে কল্যাণ ও মঙ্গল প্রদান করবেন।

এই বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেল। আর মহান আল্লাহই বেশি জানেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় ব্যক্তি ও নাবী মুহাম্মাদের জন্য অতিশয় সম্মান, শান্তি ও কল্যাণ অবতীর্ণ করুন।

কতকগুলি মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

1 সঠিক বাক্যের সামনে টিক চিহ্ন (√) এবং ভুল বাক্যের সামনে এক্স চিহ্ন (x) দিন

☐ প্রকৃত ইসলাম ধর্মে পবিত্রতার পরিধি সীমিত রয়েছে কেবলমাত্র জামাকাপড়, শরীর এবং স্থানে।

☐ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি যে সমস্ত ছোটো পাপ তার চোখ, হাত বা পা দ্বারা করে থাকে, সে সমস্ত পাপকে ওজু ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।

☐ ঋতুমতী নারীর জন্য তার মাসিক ঋতুস্রাবের অবস্থায় রোজা রাখা মৌকুফ বা স্থগিত হয়ে যায় কিন্তু নামাজ পড়া মৌকুফ বা স্থগিত হয় না।

☐ মুখের ভিতরে পানি দিয়ে মুখের চারি দিকে সঞ্চালন করা বা নড়াচড়া করাকে ইসতিনশাক (বা নাকে পানি দিয়ে শোষণ করা বা টানা) বলা হয়।

☐ মিলিতভাবে বা যুক্তভাবে এক আঁজলা পানি নিয়ে, সেই পানির অর্ধেক দিয়ে কুলি করা এবং বাকি অর্ধেক দিয়ে নাকের ভিতরে শোষণ করা জায়েজ নয়।

☐ মুখমণ্ডল ধৌত করার সময়ে কপাল ধৌত করা জরুরি নয়।

☐ একটি প্রচলিত ভুল হলো এই যে, ওজু করার সময়ে ওজুকারী ব্যক্তি তার নিজের দুই পায়ের গোড়ালি ধৌত করতে ভুলে যায়।

☐ গোসলের ওয়াজিব বা অপরিহার্য পদ্ধতি হলো এই যে, সারা শরীর পবিত্র পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে এবং এর সাথে সাথে কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে হবে।

☐ ছোটো “হাদাস” বা ছোটো অপবিত্রতা দূরীভূত করার জন্য এবং বড়ো “হাদাস” বা বড়ো অপবিত্রতা দূরীভূত করার জন্য তায়াম্মুমের পদ্ধতি রয়েছে আলাদা আলাদা।

☐ চামড়ার বা কাপড়ের মোজার উপরে মাসাহ করার শর্ত হলো এই যে, সে যেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করার পরে উক্ত মোজা পরিধান করে থাকে।

☐ পটি বা ব্যাণ্ডেজের উপরে প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাসাহ করা জায়েজ।

2 নামাজের জন্য ওজু করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য, এর একটি দলিল উল্লেখ করুন?

....

....

3 যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি ভুলবশত ওজু ছাড়া নামাজ পড়ে থাকে, তাহলে তার নামাজ হবে:

☐ সঠিক ☐ বেঠিক

4 সঠিক উত্তর বেছে নিন:

১. যে অবস্থার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য তা হলো:

☐ রোজা ☐ নামাজ ☐ মহান আল্লাহর জিকির বা স্মরণ

২. গুহ্যদ্বার বা মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার পাথর কিংবা টিস্যু পেপার দিয়ে পরিষ্কার ও পবিত্র করাকে বলা হয়:

☐ ইস্তিঞ্জা ☐ ইস্তিজমার ☐ ইসতিনসার (নাক থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা)

কতকগুলি মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

5 ওজুর তিনটি মর্যাদা উল্লেখ করুন?

....

....

....

6 নিম্নের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন:

১. নামাজ পড়ার পূর্বে মুসল্লি বা নামাজী ব্যক্তির প্রতি .... হতে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য এবং....................................

২. মলমূত্র ত্যাগের আদবকায়দার মধ্যে রয়েছে.. এবং...

৩. আমরা আমাদের ওজু শুরু করবো .... বলে তারপর .... ব্যবহার করবো মুখ পরিষ্কার করার জন্য যদি তা সহজসাধ্য হয়।

৪. মুকিম বা নিজ এলাকায় ও নিজ বাসস্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য তার মোজার উপরে মাসাহ করার সময়সীমা হলো ....।

এবং মুসাফিরের জন্য তার মোজার উপরে মাসাহ করার সময়সীমা হলো ....।

7 প্রকৃত ইসলাম ধর্ম বাহ্যিক পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক পবিত্রতা নিয়ে এসেছে। এই দুই ধরণের পবিত্রতার একটি করে উদাহরণ পেশ করুন।

....

....

8 অপবিত্র বা নাপাক জিনিস কাকে বলে?

....

....

9 নাকে পানি দেওয়া এবং নাক থেকে পানি ফেলার মধ্যে কী তফাত রয়েছে?

....

....

10 ওজু করার শেষের দোয়াটি কী আপনার মুখস্থ আছে? দোয়াটি পাঠ করুন!

....

....

11 সম্পূর্ণরূপে ফরজ গোসলের বিবরণ তার মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় বিষয়সহ উল্লেখ করুন?

....

....

12 যে ব্যক্তি ওজু করার জন্য পানি পেল না অথচ নামাজের সময় হয়ে গেছে, এই অবস্থায় সে কী করবে?

....

....

ওজু হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি মহা নিদর্শন

ওজু হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি মহা নিদর্শন। এই বিষয়ে যেন কোনো মুসলিম ব্যক্তি অজ্ঞ না থাকে। আর এই ওজু হলো পাপ ও অপরাধ থেকে পবিত্রতা অর্জন করার একটি মাধ্যম বা উপকরণ। এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূলের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সেই অবস্থায় তাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পা ওজুর প্রভাবে আলোকিত বা উজ্জ্বলিত ও চমকদার হবে। আর প্রকৃত ইমানদার সক্ষম মুসলিম ব্যক্তির নামাজ ওজু ছাড়া সঠিক হবে না। তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির সবচেয়ে বড়ো বিষয়গুলির মধ্যে হলো ওজু করার পদ্ধতি নিজে জানার জন্য এবং অন্যকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া।

এই বইটিতে আমরা পবিত্রতা এবং ওজু ও তার পদ্ধতির বিবরণ উপস্থাপন করার বিষয়ে আগ্রহী ও তৎপর হয়েছি। এরপর আপনারা ওজু করার পদ্ধতি বাস্তবরূপে জানার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন এবং এই ভিডিওটি দেখুন।

يجوز
1:32 / 7:17

OsoulCenter
www.osoulcenter.com

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের
বিষয়ে আলোচনা করুন

ইসলাম সম্পর্কে আরও
তথ্যের জন্য

ওজু হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি মহা নিদর্শন। এই বিষয়ে যেন কোনো মুসলিম ব্যক্তি অজ্ঞ না থাকে। আর এই ওজু হলো পাপ ও অপরাধ থেকে পবিত্রতা অর্জন করার একটি মাধ্যম বা উপকরণ। এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূলের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সেই অবস্থায় তাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পা ওজুর প্রভাবে আলোকিত বা উজ্জ্বলিত ও চমকদার হবে। আর প্রকৃত ইমানদার সক্ষম মুসলিম ব্যক্তির নামাজ ওজু ছাড়া সঠিক হবে না। তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির সবচেয়ে বড়ো বিষয়গুলির মধ্যে হলো ওজু করার পদ্ধতি নিজে জানার জন্য এবং অন্যকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া।

এই বইটিতে আমরা পবিত্রতা এবং ওজু ও তার পদ্ধতির বিবরণ উপস্থাপন করার বিষয়ে আগ্রহী ও তৎপর হয়েছি। এরপর আপনারা ওজু করার পদ্ধতি বাস্তবরূপে জানার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন এবং এই ভিডিওটি দেখুন।

osoulcenter

9001

www.osoulcontent.org.sa

ওসুল স্টোরের মাধ্যমে এই বইটি এবং আরো অন্যান্য বই ডাউনলোড করার জন্য

OSOUL STORE

osoulstore.com